



70042 - জনকৈ নারী ইসলামে নারী অধিকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসে করেন

প্রশ্ন

ইসলামে নারীর অধিকারগুলো ক'কি? ইসলামের স্বর্ণযুগের পর (অষ্টম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত) ক'ভাবে নারীর অধিকারসমূহে পরিবর্তন এল? য'হেতু নারীর অধিকারগুলোতে পরিবর্তন এসেছে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

ইসলাম নারীকে মহান মর্যাদা দিয়েছে। ইসলাম মা হিসেবে নারীকে সম্মান দিয়েছে। মায়ের সাথে সদ্ব্যবহার করা, মায়ের আনুগত্য করা, মায়ের প্রতি ইহসান করা ফরয করেছে। মায়ের সন্তুষ্টিকে আল্লাহর সন্তুষ্টি হিসেবে গণ্য করেছে। ইসলাম জানিয়েছে, মায়ের পদতলে ব'হেশেত। অর্থাৎ জান্নাতে যাওয়ার সহজ রাস্তা হচ্ছে- মায়ের মাধ্যমে। মায়ের অবাধ্য হওয়া, মাকে রাগান্বিত করা— হারাম; এমনকি স'টো যদি শুধু উফ্ উফ্ শব্দ উচ্চারণ করার মাধ্যমে হয় তবুও। পিতার অধিকারে চ'য়ে মায়ের অধিকারকে মহান ঘোষণা করেছে। বয়স হয়ে গেলে ও দুর্বল হয়ে গেলে মায়ের খেদমত করার উপর জোর তাগিদ দিয়েছে। কুরআন-হাদিসের অসংখ্য স্থানে এ বিষয়গুলো উল্লেখ করা হয়েছে। য'মেন-

আল্লাহর বাণী: “আমরা মানুষকে তার মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করার ন'র্দশে দিয়েছি।”[সূরা আহক্বাফ, আয়াত: ১৫]

“আর আপনার রব আদেশে দিয়েছেন তিনি ছাড়া অন্য কারো ইবাদত না করতে ও মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে। তারা একজন বা উভয়ই তোমার জীবদ্দশায় ব'র্ধক্যে উপনীত হলে তাদেরকে ‘উফ্’ বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না। তাদের সাথে সম্মানসূচক কথা বল। আর মমতাবশে তাদের প্রতি ন'ম্রতার পক্ষপুট অবনমতি কর এবং বল ‘হে আমার রব! তাঁদের প্রতি দয়া করুন য'ভাবে শ'শেব ত'রা আমাকে প্রতিপালন করছিলেন।”[সূরা বনী ইসরাইল, আয়াত: ২৩-২৪]

ইবনে মাজাহ (২৭৮১) মুয়াবিয়া ব'নি জাহমি আল-সুলামি (রাঃ) থেকে ব'র্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এসে বললাম: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি আপনার সাথে জ'হিদে য'তে চাই; এর মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখ'রাত অর্জন করতে চাই। তিনি বললেন: তোমার জ'ন্য আফসোস! তোমার মা ক'জীবতি? আমি বললাম: হ্যাঁ। তিনি বললেন: ফ'রিয়ে গিয়ে তার সেবা কর। এরপর আমি অন্যভাবে আবার তাঁর কাছে এসে বললাম: ইয়া

রাসূলুল্লাহ! আমি আপনার সাথে জহাদে যেতে চাই। এর মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখরোত অর্জন করতে চাই। তিনি বললেন: তোমার জন্য আফসোস! তোমার মা কি জীবতি? আমি বললাম: হ্যাঁ। তিনি বললেন: তার কাছে ফরি গিয়ে তার সবো কর। এরপরও আমি তাঁর সামনে থেকে এসে বললাম: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি আপনার সাথে জহাদে যেতে চাই। এর মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখরোত অর্জন করতে চাই। তিনি বললেন: তোমার জন্য আফসোস! তোমার মা কি জীবতি? আমি বললাম: হ্যাঁ। তিনি বললেন: তোমার জন্য আফসোস! তুমি তার পায়রে কাছে পড়ে থাক। সেখানই জান্নাত রয়েছে।”[আলবানী সহিহ সুনানে ইবনে মাজাহ গ্রন্থে হাদিসটিকে সহিহ বলছেন। হাদিসটি সুনানে নাসাঈ গ্রন্থেও (৩১০৪) রয়েছে। সেখানে হাদিসটির ভাষ্য হচ্ছে- “তার পায়রে কাছে পড়ে থাক। তার পায়রে নীচে রয়েছে – জান্নাত।”

সহিহ বুখারী (৫৯৭১) ও সহিহ মুসলিম (২৫৪৮) আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন: “এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এসে বলল: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার সদ্ব্যবহার পাওয়ার বশি অধিকার কার? তিনি বললেন: তোমার মায়ের। লোকটি বলল: এরপর কার? তিনি বললেন: তোমার মায়ের। লোকটি বলল: এরপর কার? তিনি বললেন: তোমার মায়ের। লোকটি বলল: এরপর কার? তিনি বললেন: তোমার পতির।”

এগুলো ছাড়াও আরও অনেক দলিল রয়েছে; এ পরিসরে সবগুলো উল্লেখ করা সম্ভব নয়।

ইসলাম সন্তানরে উপর মায়ের যে অধিকার নির্ধারণ করেছে এর মধ্যে রয়েছে মায়ের খোরপোষের প্রয়োজন হলে খোরপোষ দয়া; যদি সন্তান শক্তিশালী ও সামর্থ্যবান হয়। এ কারণে মুসলমানরা শতাব্দীর পর শতাব্দী নারীকে ওল্ড হোমে রেখে আসা, কথিবা ছেলের বাড়ী থেকে বের করে দয়া, কথিবা মায়ের খরচ দিতে ছেলের অস্বীকৃতি জানানো কথিবা সন্তানরা থাকতে ভরণপোষণের জন্য নারীকে চাকুরী করা ইত্যাদির সাথে পরিচিতি ছিল না।

স্ত্রীর মর্যাদা দিয়েও ইসলাম নারীকে সম্মানিত করেছে। ইসলাম স্বামীদরেককে নির্দেশ দিয়েছে স্ত্রীর সাথে ভাল আচরণ করার, জীবন ধারণের ক্ষতেরে নারীর প্রতি ইহসান করার। ইসলাম জানিয়েছে স্বামীর যমেন অধিকার রয়েছে তমেনি স্ত্রীরও অধিকার রয়েছে; তবে স্বামীর মর্যাদা উপরে। যহেতু খরচের দায়িত্ব স্বামীর এবং পারিবারিক বিষয়াদির দায়িত্বও স্বামীর। ইসলাম ঘোষণা করেছে, সর্বোত্তম মুসলমান হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে তার স্ত্রীর সাথে আচার-আচরণে ভাল। স্ত্রীর অনুমতি ব্যতীত তার সম্পদ গ্রহণ করাকে নিষিদ্ধ করেছে। এ বিষয়ক দলিল হচ্ছে, আল্লাহর বাণী: “তোমরা তাদরে সাথে সদ্ভাবে জীবনযাপন কর”[সূরা নসি, আয়াত: ১৯] আল্লাহর বাণী: “আর নারীদরে তমেনি ন্যায়সংগত অধিকার আছে যমেন আছে তাদরে উপর পুরুষদরে; আর নারীদরে উপর পুরুষদরে মর্যাদা রয়েছে। আর আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।”[সূরা নসি, আয়াত: ২২৮]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “তোমরা নারীদরে সাথে ভাল ব্যবহার করার ব্যাপারে ওসয়িত গ্রহণ কর।”[সহিহ বুখারী (৩৩৩১) ও সহিহ মুসলিম (১৪৬৮)]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে তার পরিবারের কাছে উত্তম। আমি আমার পরিবারের কাছে উত্তম।” [সুনানে তরিমযি (৩৮৯৫), সুনানে ইবনে মাজাহ (১৯৭৭), আলবানী সহিহু তরিমযি গ্রন্থে হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন]

ময়ে হসিবেও ইসলাম নারীকে সম্মানতি করেছে। ইসলাম ময়ে সন্তান প্রতপালন ও শক্টি দয়ের প্রতী উদ্বুদ্ধ করেছে। ময়ে সন্তান প্রতপালনের জন্য মহা প্রতদিন ঘোষণা করেছে। এ বযিযে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী হচ্ছ- “যে ব্যক্তি বালগে হওয়া পর্যন্ত দুইজন ময়েকে লালন-পালন করবনে সে ও আমি কয়িমতরে দিনি এভাবে আসব (তিনি আঙুলসমূহকে একত্রতি করে দেখোলনে)”। [সহিহ মুসলমি (২৩১)]

ইবনে মাজাহ (৩৬৬৯) উকবা বনি আমরে (রাঃ) থেকে বর্ণনা করনে যে, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনছি তিনি বলেন: “যে ব্যক্তির তিনিজন ময়ে রয়েছে। তিনি যদি ময়েদেরে ব্যাপারে ধরৈয্য ধারণ করনে, তাদরেকে সচ্ছলভাবে খাওয়ান ও পরান; এ ময়েরো কয়িমতরে দিনি তার জন্য জাহান্নামের আগুনরে মাঝে বাধা হবে।” [আলবানী সহিহ ইবনে মাজাহ গ্রন্থে হাদিসটিকে সহিহ আখ্যায়তি করছেন]

ইসলাম নারীকে বোন হসিবে, ফুফু হসিবে ও খালা হসিবেও সম্মানতি করছেন। ইসলাম সলিাতুর রহেমে বা আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করার নরিদশে দয়িছে ও এ বযিযে উদ্বুদ্ধ করেছে। আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা— হারাম হওয়ার কথা অনেকে দললি-প্রমাণে এসছে। যমেন- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: “হে লোকরো! তোমরা সালামরে প্রচলন কর, মানুষকে খাবার খাওয়াও, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা কর, রাতরে বলো নামায় আদায় কর যখন মানুষ ঘুময়ি থাক; তাহলে তোমরা নরিপদে জান্নাতে প্রবশে করবে।” [সুনানে ইবনে মাজাহ (৩২৫১), আলবানী সহিহ সুনানে ইবনে মাজাহ গ্রন্থে হাদিসটিকে সহিহ আখ্যায়তি করছেন]

সহিহ বুখারীতে (৫৯৮৮) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণতি হয়ছে যে, তিনি বলেন: আল্লাহ তাআলা রহেমে বা আত্মীয়তার সম্পর্ক সম্পর্কে বলেন: “যে তোমার সাথে সম্পর্ক রাখবে আমিও তার সাথে সম্পর্ক রাখব। আর যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে আমিও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করব।”

অনকে সময় একজন নারীর মধ্যে উল্লেখতি সবগুলো মর্যাদার দকি একত্রতি হতে পারে। একজন নারী হতে পারনে তিনি স্ত্রী, তিনি ময়ে, তিনি মা, তিনি বোন, তিনি ফুফু, তিনি খালা। তখন তিনি এ সকল দকিরে মর্যাদা লাভ করনে।

মোটকথা, ইসলাম নারীর মর্যাদা সমুন্নত করেছে। অনকে বধি-বধিনরে ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারীকে সমান অধকার দয়িছে। পুরুষরে ন্যায় নারীও ঈমান আনা ও আল্লাহর আনুগত্য করার জন্য আদষ্টি। আখরীতে প্রতদিন পাওয়ার ক্ষেত্রেও নারী পুরুষরে সমান। নারীর রয়েছে- কথা বলার অধকার: নারী সৎ কাজরে আদশে করবে, অসৎ কাজ থেকে নষিধে করবে ও আল্লাহর দকি আহ্বান করবে। নারীর রয়েছে মালকিনার অধকার: নারী ক্রয়-বক্রয় করবে, পরতিযক্ত সম্পত্তির মালকি



হবে, দান-সদকা করবে, কাউকে উপঢৌকন দবি। নারীর অনুমতি ছাড়া কারো জন্য তার সম্পদ গ্রহণ করা জায়যে নয়। নারীর রয়েছে সম্মানজনক জীবন যাপনের অধিকার। নারীর উপর অন্যায়, অত্যাচার করা যাবে না। নারীর রয়েছে জ্ঞেয়নার্জন্যের অধিকার। বরং নারী তার দ্বীন পালন করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞেয়নার্জন্য করা ফরয।

কটে যদি ইসলামে নারীর অধিকারগুলোর সাথে জাহলি যুগে নারীর অধিকারগুলো তুলনা করে দেখে কথিবা অন্য সভ্যতাগুলোর সাথে তুলনা করে দেখে তাহলে আমরা যা বলছি এর সত্যতা দেখতে পাবে। বরং আমরা দৃঢ়তার সাথে বলছি, ইসলামে নারীকে যে মহান মর্যাদা দেয়া হয়েছে অন্য কোথাও সে মর্যাদা দেয়া হয়নি।

গ্রিক সমাজে, পারসিক সমাজে কথিবা ইহুদি সমাজে নারী কমেই ছিল সটো উল্লেখ করার প্রয়োজন নাই। খ্রিস্টান সমাজেও নারীর অবস্থান খুবই খারাপ ছিল। বরং খ্রিস্টান ধর্মগুরুরা ‘ম্যাকন কাউন্সিলে’ সমবতে হয়েছিল এ বিষয়ে গবেষণা করার জন্য: নারী কি শুধু একটি দহে; নাকি রূহ বশিষ্টি দহে?! শেষে তারা অধিকাংশে মতামতের ভিত্তিতে এ সিদ্ধান্তে আসে যে, নারী হচ্ছো- রূহবাহিন; শুধু ব্যতিক্রম হচ্ছো মরিয়ম আলাইহিস সালাম।

৫৮৬ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সে নারীকে নিয়ে গবেষণার জন্য একটি সম্মেলনের ডাকা হয়: নারীর কি রূহ আছে, নাকি নাই? যদি নারীর রূহ থাকে সে রূহ কি পশুর রূহ; নাকি মানুষের রূহ? সবশেষে তারা সিদ্ধান্ত দিয়ে যে, নারী মানুষ! তবে, নারীকে শুধুমাত্র পুরুষের সবার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে।

অষ্টম হাজারি শাসনামলে ইংরেজ পার্লামেন্ট একটি আইন পাস করে, সে আইনে নারীর জন্য ‘নডি টেস্টমেন্ট’ পড়া নিষিদ্ধ করা হয়; কারণ নারী নাপাক।

ইংরেজ আইনে ১৮০৫ সাল পর্যন্ত পুরুষের জন্য নজিরে স্ত্রীকে বক্রিকর দেয়া বধি ছিল। স্ত্রীর মূল্য নির্ধারণ করা হয় ছয় পেনি।

আধুনিক সমাজে আঠার বছর বয়সের পর নারীকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয়; যাতা করে সে জীবনধারণের জন্য চাকুরী করা শুরু করে। আর যদি নারী পতিমাতার বাসায় থেকে যেতে চায় তাহলে তাকে তার রুমের ভাড়া, খাবারের খরচ ও কাপড়-চোপড় ধোয়ার খরচ ময়ে কর্তৃক পতিমাতাকে পরিশোধ করতে হয়।

[দখুন: আউদাতুল মারআ (২/৪৭-৫৬)]

নারীর এ অবস্থার সাথে ইসলামে নারীর মর্যাদাকে কতিবে তুলনা করা যেতে পারে! যেখানে ইসলাম নারীর সাথে সদ্ব্যবহার করা, তার প্রতিদয়া করা, তাকে সম্মান করা ও তার জন্য খরচ করার নির্দেশে দিয়েছে?!

দুই:



সময়ের ব্যবধানে এ অধিকারগুলো পরিবর্তন হওয়া:

নীতিগতভাবে ও তাত্ত্বিকভাবে এ অধিকারগুলোর কোন পরিবর্তন সাধিত হয়নি। তবে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে: কোন সন্দেহ নেই ইসলামের স্বর্ণযুগের মুসলমানরা ইসলামি শরিয়ী বাস্তবায়নে অগ্রসর ছিলেন। শরিয়তের বধিাবলীর মধ্যে রয়েছে: মায়ের সাথে সদ্ব্যবহার, স্ত্রী, ময়ে, বোন ও আমভাবে সকল নারীর সাথে ভাল আচরণ। যখন মানুষের দ্বীনদারি দুর্বল হয়ে যায় তখন এ অধিকারগুলো প্রদানে ত্রুটি ঘটে। তদুপর কয়ামত পর্যন্ত একদল মানুষ তাদের দ্বীনকে আঁকড়ে ধরে থাকবে, তাদের রবের শরিয়তকে বাস্তবায়ন করবে। এবং এরাই নারীকে সম্মান দিতে ও নারীর অধিকার আদায়ে সবচেয়ে বেশি আগ্রহী হবে।

আমরা মনে নচ্ছি বর্তমানে নারীর অধিকারের ক্ষেত্রে কসুর আছে, কিছু যুলুম সংঘটিত হচ্ছে, কিছু মানুষ নারীর অধিকার আদায়ে অবহেলা করছে। কিন্তু অনেকে মুসলমানের মধ্যে দ্বীনদারি কমে যাওয়া সত্ত্বেও মা হিসেবে, স্ত্রী হিসেবে, বোন হিসেবে নারীর সম্মান ও মর্যাদা অটুট আছে। প্রত্যেকে তার নিজের ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে।